গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং- ১২.০১.০০০০.১১৩.০৭.০১১.১২- ২৯৬৮(৬৩) তারিখঃ ২১/১০/২০২০

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৬৪ তম সভার কার্যবিবরণী বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৬৪ তম সভার কার্যবিবরণীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংশের ১-৩১ নং অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় বর্ণিত বিষয়ের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২০/১০/২০২০

মোহাম্মদ কামরুল হক
উপপরিচালক (এলএসএস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন ঃ ০২-৫৫০২৮৩৮৯

২০/১০/২০২০

প্রাপক,

১। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সিলেট ।
২। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ।
৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া/ ঢাকা/ মুন্সিগঞ্জ/ গাইবান্ধা/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ নোয়াখালী/ টাংগাইল/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/ খুলনা/ নরসিংদী।
৪। উপপরিচালক, সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা/ হর্টিকালচার সেন্টার, বগুড়া/ মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
৫। উদ্যান তত্ত্ববিদ, রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা।
৬। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ী, গাজীপুর।

অনুলিপিঃ

১। উপসচিব (আইন), আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ..... অঞ্চল।

E/ameerhamza/2020-21/Letter

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

**বিষয়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৫৪ তম সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) |
| তারিখ ও সময় | : | ০৫/০৩/২০২০, সকাল ১০.০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ। |
| উপস্থিতি | : | উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত। |

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম/অগ্রগতি লিখিত আকারে সদর দপ্তরে দাখিল করতে হবে। অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:-

| ক্র:নং | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| ১. | সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্তে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলা ১২/১২/২০১৭ তারিখে সরকার পক্ষে রায় হওয়ায় বিবাদী পক্ষ কর্তৃক রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ-২৩৩৭/১৮ দায়ের করা হয়েছে। সিভিল মিসেলিনিয়াস পিটিশন-১৭২১/১৭ দায়ের করায় আপীল বিভাগ কর্তৃক ০৬ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা দেয়া হয়েছে। এ মামলায় কেভিয়েট করা হয়েছে। মামলাটি কজলিস্টে আসেনি। আদালতের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। | ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা |
| ২. | সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৬৫ একর জমির জাল দলিল হওয়ায় দুদক কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) নং মামলা দায়ের করা হয়। মামলার সিডি না পাওয়ায় মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদক এর সহকারী পরিচালক জনাব শাহাদত হোসেন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ বিষয়ে আদালতে অবহিত করে সিডি তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। বিষয়টি সম্পর্কে দুদক এর সচিবকে পত্র দিতে পারেন। | পুন: তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদক-কে পত্র দিতে হবে। | ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা |
| ৩. | সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদীপক্ষে রায় হয়। সরকার পক্ষে সিভিল আপীল নং-১/১২ দায়ের করা হয়। এ মামলার রায়ে নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করা হয়। ঘোষিত আদেশের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ কর্তৃক সিভিল রিভিউ পিটিশন-১৬/১৫ দায়ের করা হয়। এ মামলাও নিম্ন আদালতে পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করা হলে সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। রায় সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের দায়েরকৃত দে: আপীলের শুনানী চলমান আছে। | মামলাটি আইনানুগভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, সাভার, ঢাকা |
| ৪. | (ক) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.২২ একর জমির মালিকানা দাবী করে সাভার কোর্টে জনৈক নাসিম আহমেদ গং দে: মো: নং-৭২৬/১৪ দায়ের করেছেন।<br>(খ) জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর নিকট হতে লিজ হিসেবে নেয়া এ হর্টিকালচার সেন্টারের ৪০ শতক জমি জেলা প্রশাসক কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৩/০৬/২০১৯ তারিখে সিনিয়র সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মডেল মসজিদের কার্যক্রম চলমান আছে।<br>(গ) হার্টিকালচার সেন্টারের রেষ্ট হাউজ বিনা অনুমতি/নোটিশে ভেংগে ফেলার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও হর্টিকালচার সেন্টারের ৬.৭৪ একর ও ২.০০ একর জমি স্থায়ী লীজ নেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। | (ক) ৬.৭৪ একর জমি স্থায়ী লীজ নেয়ার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করলে সম্প্রসারণ উইং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।<br>(খ) ২.১২ একর জমি স্থায়ী লীজ নেয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পত্র দিতে হবে।<br>(গ) মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে। | উদ্যান তত্ত্ববিদ, হর্টি: সেন্টার, সাভার, ঢাকা। |
| ৫. | বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস-১২১৬ নং দাগের ২১.৭৫ শতক ও ১২১০ নং দাগের ৫.২৫ শতক জমি অধিগ্রহণের নোটিশ ও ক্ষতিপুরণ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে জনৈক রমনী মাধব গং জমির মালিকানা দাবীতে যথাক্রম ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে দে: মোকদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল-৭০ (কন)/২০১৭ এবং সিপি নং-৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে, মামলা দুটি এখনো কজলিষ্টে আসেনি। একই বিষয়ের সিএ-৮৮/২০১১ এ ৮৯/২০১১ সরকারের পক্ষে রায় হওয়ায় এর রায়ের কপি সিভিল রুল ও সিপিএলএ এর মামলার নথিতে সামিল করা হয়েছে। তাছাড়া ১২১৬ দাগের মালিকানা দাবী করে দে: মোক:-১৮৪/২০১৪ ও ১২১০ দাগের মালিকানা দাবী করে দে: মোক:-১৮৫/২০১৪ বগুড়া জেলা জজ আদালতে দায়ের করা হয়েছে। ১৮৫/২০১৪ যার পরিবর্তিত নম্বর-১৩৬/২০১৮। | আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা এবং আদালতে নিয়োজিত আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, বগুড়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬. | বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া কর্তৃক সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া-তে দে:মো: নং-১৮৯/২০১৮ (৪০৬/১২ হতে উদ্ভুত) দায়ের করা হয়। মামলাটি এসডি পর্যায়ে আছে। খাদ্য বিভাগের সাথে জমি/গুদামের মালিকানা সংক্রান্তে জেলা প্রশাসক, বগুড়া ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করেন। সভার সিদ্ধান্তমতে ডিইই হতে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিবেদন প্রেরণ না করায় জেলা প্রশাসক, বগুড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। উক্ত গোডাউন সম্পর্কে বিএডিসি না দাবী প্রদান করলেও মূল বিবাদি খাদ্য অধিদপ্তর না-দাবী প্রদান করেনি। যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | জেলা প্রশাসক, বগুড়া এর সাথে যোগাযোগ করে তার সিদ্ধান্তসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অত:পর কৃষি মন্ত্রণালয় হতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | ডিডি, ডিএই, বগুড়া |
| ৭. | বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির বিষয়ে ডিএই কর্তৃক হাইকোর্টের ১ম আপীল নং-২৫৫/১৫ মামলায় বিবাদীদের নোটিশ করা হয়েছে। নথিপত্র চেয়ে নিম্ন-আদালতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক পত্র দেয়া হয়েছে। ২৭ জন বিবাদির মধ্যে ০৯ জন ওকালতনামা দাখিল করেছেন। মামলার বিষয়ে নিয়মিত হাইকোর্টের ওয়েবসাইট চেক করা হচ্ছে। | মামলাটি মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালতে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। | ডিডি, হার্টিকালচার, বগুড়া |
| ৮. | গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানার দাবীতে জনৈক রানা আওয়ান, গাজীপুর যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃমোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। উক্ত জমির রেকর্ড নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের নামে আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার ক্ষতিপূরণ পাওয়া গিয়েছে এবং সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।<br>মিসেস নীলুফা আক্তার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন-২৭৬৬/২০১৪ দায়ের করেন। জমির হালনাগাদ দলিলাদি সেন্টারের নামে। মামলাটি এখনো কজ লিস্টে আসেনি। আদালতে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। | দায়েরকৃত মামলাদ্বয় যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, মৌচাক হর্টি: সেন্টার |
| ৯. | গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করা হয়। | গাজীপুর জেলা জজ আদালতে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ তদারকি করতে হবে এবং জালিয়াতির বিষয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে পত্র দিতে হবে। | নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টি: সেন্টার, পোড়াবাড়ী, গাজীপুর |
| ১০. | (ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন।<br>(খ) উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন।<br>(গ) ডিএই কর্তৃক সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোকঃ নং-৫৯১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। এ মামলার ৫৬ জন ওয়ারিশের মধ্যে একজন মৃত। মৃত ব্যক্তির ০২ ওয়ারিশ। এর মধ্যে একজন রাশিয়ায় থাকেন। ঠিকানা সংগ্রহ করে পত্র দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। | সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে মামলাসমূহ মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং নির্ধারিত দিনে আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ঢাকা ও থানা সার্কেল কৃষি অফিসার, তেজগাঁও। |
| ১১. | (ক) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মোকদ্দমা নং-১০১/১৬ (টিএস নং-২২৭/১০ পুরাতন) দায়ের করেন। সরকার পক্ষের মালিকানার বিষয় দে: মো: নং-৫৪/১৯৭৪ এ উল্লেখ আছে বলে জানা যায়।<br>(খ) সিটি জরিপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। | মামলাসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা এবং আদালত/ নিয়োজিত আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ঢাকা ও থানা সার্কেল কৃষি অফিসার, তেজগাঁও। |
| ১২. | ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ-৩৪২/১৪ দায়ের করেন। বাদী হাইকোর্ট বিভাগে দখল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার জন্য সিভিল রিভিশন-৫৭৭/২০১৬ দায়ের করেছেন। মামলার জবাব তৈরির কাজ চলমান। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ উইংয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | (ক) দেওয়ানী মামলাটি মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।<br>(খ) জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ঢাকা ও থানা সার্কেল কৃষি অফিসার, তেজগাঁও। |
| ১৩. | ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়া মৌজায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ অবৈধ দখলদার দখল করে নিয়েছে। উক্ত জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে একাধিকবার পত্র দেয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ উচ্ছেদের জন্য ১৮/১০/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। | জেলা প্রশাসক, ঢাকা'র সাথে যোগাযোগ করে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উচ্ছেদের জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করবেন। | ডিডি, ডিএই, ঢাকা ও থানা সার্কেল কৃষি অফিসার, তেজগাঁও। |
| ১৪. | ডিএই'র মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ একর জমি মুন্সীগঞ্জ আইনজীবী সমিতি মালিকানার দাবীতে মামলা দায়ের করলে সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলার ৮ম অতিরিক্ত জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মো: নং-৩০৩/১৭ দায়ের করেন। এ মামলায় বাদীগণ পুনরায় সাক্ষী গ্রহণের আবেদন করেন। মামলায় নিয়োজিত বেসরকারি আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | আইনজীবীর সাথে নিবিড় সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে মামলা তদারকির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে। | ডিডি, ডিএই, মুন্সিগঞ্জ ও ইউএও, সদর, মুন্সিগঞ্জ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫. | মোহাম্মদপুর ডিএই অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসানা সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নেয়। সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ডিএই কর্তৃক ২য় যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃমোঃনং-৩৭৯/১৬ দায়ের করা হয়। সরকার পক্ষকে উচ্ছেদের জন্য দায়েরকৃত মামলা নং-৮৭৮/১৩ এর বাদীপক্ষের সাক্ষ্য চলমান আছে। | বিজ্ঞ জিপি'র সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত দিনে আদালতে উপস্থিতি এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ঢাকা ও মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মোহাম্মদপুর। |
| ১৬. | গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ক্রয়কৃত ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৫.৯৪ একর জমি ব্যক্তিনামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হলে ৩৬টি সরকারের পক্ষে ৬২টি সরকারের বিপক্ষে আদেশ হয়েছে। সরকারের বিপক্ষে হওয়া আদেশের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুরে আপীল দায়ের করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়াও উদ্ধারকৃত জমির রেকর্ড সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২ টি জাল দলিল সংগ্রহ করা হয়েছে। | (ক) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে যোগাযোগ করে দায়েরকৃত আপীল আপত্তি মামলাসমূহ দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। জাল দলিল খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করতে হবে।<br>(খ) বিতর্কিত দাগগুলোর সঠিক ওয়ারিশের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা ও ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ |
| ১৭. | ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএই'র অফিস-কাম-বাসভবন নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩৬৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ বিষয়ে দায়েরকৃত ৩৬/১৪ নং মামলাটি জেরার জন্য এবং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের-২৮৫/১৬ মামলাটি সমন জারীর জন্য আছে। জমির দখল স্বত্ব বজায় রাখার জন্য অতীতে গাছ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বাউন্ডারী ওয়াল অনেকাংশে না থাকায় গাছগুলো বাঁচানো সম্ভব হয়নি। | (ক) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।<br>(খ) জমির দখল বজায় রাখতে দেয়াল নির্মাণ এবং বাউন্ডারী দেয়ালের ভাংগা অংশ মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ময়মনসিংহ |
| ১৮. | দাউদকান্দির পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ৬.২৫ শতক জমির মধ্যে ২.১ শতক জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করা হয়েছে। ৩০ শতক জমি উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লাকে পত্র দেয়া হয়েছে। দেঃমোঃ-১৭৮০/১৫ এর রায়ের কপি পাওয়া গেছে। | (ক) উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা-কে তাগিদপত্র দিতে হবে এবং যোগাযোগ রাখতে হবে।<br>(খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা ও ইউএও, দাউদকান্দি |
| ১৯. | লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র বীজগারের ০.০৮ একর জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় বণিক সমিতির নিকট ০১টি কক্ষ ইজারা প্রদান করে। এ ভবনের অর্ধেকে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার অফিস আছে। বনিক সমিতি-কে উচ্ছেদের জন্য দায়েরকৃত দে: মো: নং-৯৪/১৩ চলমান আছে। ১৮৯১ সালের এলএ কেস সংগ্রহ করা প্রয়োজন। | (ক) ১৮৯১ সালের এলএ কেসের ডকুমেন্ট খুজে বের করে আইন অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।<br>(খ) দায়েরকৃত মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর ও ইউএও, সদর। |
| ২০. | নোয়াখালীস্থ বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানার দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মিস মোকদ্দমা-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ এর রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ০৩/০১/২০১৭ তারিখে জমির সীমানা নির্ধারণ জরিপ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। নামজারীর জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জনৈক ব্যক্তি ২.৩৮ একর জমির মালিকানা দাবী করে দে: মো:-৯৩/২০১৪ দায়ের করলে এটিআই এর বিপক্ষে রায় হয়েছে। ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে দে: আপীল-১১৫/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। | (ক) জমির সীমানা নির্ধারণ দ্রুত শেষ করতে হবে এবং জমির গেজেট খুঁজে বের করতে হবে।<br>(খ) দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
| ২১. | (ক) নোয়াখালী এয়ারষ্ট্রীপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১ নং খতিয়ান হতে কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহন পূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। বিএস জরিপে ১৫.৬৬ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে ০১নং খতিয়ানে এবং ডিএই'র নামে ৩.২৬ একর জমি রেকর্ডভূক্ত হয়। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হলে ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি পূনঃ পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানায়। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভূমি অফিসকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।<br>(খ) এলএ কেস নং-২৭/৯৭-৯৮ মূলে ২.০০ একর জমি ডিএই এর নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমির দখল হস্তান্তরের জন্য ০২ বার জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীকে পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ফলে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। | (ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>(খ) এলএ কেস নং-২৭/১৯৯৭-৯৮ মূলে অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমির দখল বুঝে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। | ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী |
| ২২. | নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের .০৮ একর জমির মালিকানা দাবীতে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়ায় আপীল নং-০২/২০১৮ দায়ের হয়েছে। | আপীল মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে। | ডিডি,নোয়াখালী ও ইউএও, কোম্পানীগঞ্জ |
| ২৩. | টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৫.১৩ একর দখলে আছে। অবশিষ্ট জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৩১ ধারায় ০১টি মামলা দায়ের করা হয়। ফলে ১.২০ একরের মধ্যে ২৫ শতক জমি সেন্টারের নামে রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট জমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। জমি বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানান। | জমির ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বিষয়টি দ্রুত মিমাংসা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, টাংগাইল ও উদ্যান তত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪. | ডিএই ফরিদপুর (পাট সম্প্রসারণ) অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় কর্তৃক সিভিল আপীল নং-১৯৬/২০১৭ (সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ হতে উদ্ভুত) দায়ের করা করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর ও ডিডি, ডিএই-কে বাদী করে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। | প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ মোকদ্দমার শুনানীতে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর ও ইউএও, সদর |
| ২৫. | চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিএস রেকর্ড আছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত উক্ত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য ডিএই কর্তৃক যুগ্ম-জেলা জজ ৩য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলার শুনানী চলছে। | প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ মোকদ্দমার শুনানীতে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম ও এমএও, পাঁচলাইশ |
| ২৬. | ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং দে: মো: ৩১/২০০৪ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকার পক্ষে রায় হলে বাদী কর্তৃক ১ম আপীল-২১৫/১২ দায়ের করেছেন। গত ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে সলিসিটর উইংয়ে ডকুমেন্ট জমা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও নামজারীর জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। মামলাটি এখনো কজলিষ্টে আসেনি। | প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ মোকদ্দমার শুনানীতে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম ও ইউএও, রাউজান |
| ২৭. | চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। টাস্কফোর্সের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসক অফিসের এলএ শাখার রেকর্ড রুমে ১৯৬০-৬১ হতে ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত খোঁজ করা যেতে পারে। দায়েরকৃত সিআর-২৩৪/১৭ মামলা চলমান আছে। | (ক) ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে হবে।<br>(খ) এলএ শাখার রেকর্ড রুমে খোঁজ করতে হবে।<br>(গ) দায়েরকৃত সিআর- ২৩৪/১৭ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>(ঘ) এসি ল্যান্ড-এর সাথে যোগাযোগ রেখে এস.আলম গ্রুপ এর দখলকৃত জমি উদ্ধারের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম ও ইউএও, বাঁশখালী |
| ২৮. | সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে। জমির গেজেট সংগ্রহের জন্য এলএ শাখায় আবেদন করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বাদী কর্তৃক দে: আপীল নং ৫/১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। | (ক) অধিগ্রহণের গেজেট সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে।<br>(খ) আপীল মামলটি মোকাবেলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট/ ডিডি, ডিএই, সিলেট |
| ২৯. | কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্তে ১৫ টি মামলা করা হয়েছে। তারমধ্যে ১১টি রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে চলমান আছে। মামলাসমুহের শুনানী চলমান আছে। উপজেলা কৃষি অফিসার নিজে মামলাসমূহ পরিচালনা করছেন। | (ক) জমির ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসকের এলএ শাখা হতে সংগ্রহ করে মামলার নথিতে দাখিল করতে হবে।<br>(খ) এলএ কেসের গেজেট খুঁজে বের করতে হবে।<br>(গ) মামলার শুনানীতে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ ও ইউএও, কটিয়াদি |
| ৩০. | (ক) খুলনার ডিডি, ডিএই অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা-কে ২৯/৮/১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও ডিএই'র দখলীয় ০.৪৫২৪ একর জমি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিএই'র নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। | (ক) জমির গেজেট খুঁজে বের করতে হবে এবং বিজি প্রেস এবং ডিসি অফিস, খুলনা-কে পত্র দিতে হবে।<br>(খ) মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনাকে অনুরোধপত্র দিতে হবে। | ডিডি, ডিএই, খুলনা |
| ৩১. | ডিএই'র নরসিংদী জেলার মাধবদি সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে হাইকোর্ট বিভাগে এফএ নং-৫৫/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। এলএ কেস নং-১০৭/৬২-৬৩ এর নোটিশ নরসিংদী জজকোর্ট হতে বিবাদিকে দেওয়া হয়েছে। ০৩/১২/২০১৮ তারিখের ১৫৪ আরপি মোতাবেক পেপারবুক তৈরী করে হাইকোর্টে জমা দেয়া হয়েছে এবং হাইকোর্টের মূল নথিতে জমা হয়েছে। এছাড়াও এলএ কেসের ডকুমেন্ট আদালতে দাখিল প্রক্রিয়াধীন। | (ক) এলএ কেসের ডকুমেন্ট আদালতে দাখিল করতে হবে।<br>(খ) মামলা মোকাবেলায় তৎপর থাকতে হবে। | ডিডি, ডিএই, নরসিংদী |
| ৩২. | সাতকানিয়া উপজেলার খাগরিয়া ইউনিয়নের ইউনিয়ন বীজাগার ভবন ভেঙ্গে ফেলার কারণে গত ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সাতকানিয়া থানায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। ২৩/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রামে অপর-২৪৫/১৭ দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়। | মামলাগুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, চট্টগ্রাম ও ইউএও, সাতকানিয়া |
| ৩৩. | চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর পাট সম্প্রসাণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস- ২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে।<br>উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ এবং টিএস- ৯৮/১৫ দায়ের হয়েছে। ডিএই, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা'র প্রতিনিধি জানান যে, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মামলাগুলোর রায় কৃষি অফিসের পক্ষে আসার সম্ভাবনা আছে। | ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করাসহ মামলার অগ্রগতি অত্র দপ্তরকে প্রেরণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গা ও ইউএও, সদর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৪. | চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এলএ কেস এর গেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে। তাছাড়া উপজেলার মিনাজপুর মৌজায় সাবেক পাট বিভাগীয় ০.১৬৫ একর বেদখলীয় জমি কৃষি বিভাগের নামে নামপত্তন পূর্বক হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে এবং দখল গ্রহণের জন্য ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | ক) মামলাটির সম্পর্কে ডিএই'কে আপডেট তথ্য দিতে হবে।<br>খ) পাট সম্প্রসারণের মিউটেশনকৃত জমির দখলদার উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে হবে। | ইউএও, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা |
| ৩৫. | বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমি ১ নং খতিয়ান হতে শুন্য খতিয়ানে দেওয়া হয়েছে। তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেছে। | ক) মামলা ২টি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।<br>খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। | উপপরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী ও ইউএও, বেগমগঞ্জ |
| ৩৬. | উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। দেঃ মোঃ নং-৮/১৪ দায়ের হয়েছে । মামলাটি শুনানী হয়েছে। মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমান আছে। ০১/০১/১৯৬৩ খ্রিঃ তরিখে ০৯ শতক জমি দলিলমূলে পাওয়া গেছে। দাগ নং ১২০১৫ এর স্থলে ১২০১৬ লেখা হয়েছে। সলেনামার মাধ্যমে দাগ নম্বর সংশোধন করা হয়েছে। মামলাটি রায়ের অপেক্ষ্যমাণ। | ক) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার জমির সরকারী স্বার্থ বজায় রেখ সলেনামা করতে হবে।<br>খ) মামলার রায়ের বিষয়ে আপডেট তথ্য জানাতে হবে। | উপপরিচালক, ডিএই, লক্ষীপুর ও ইউএও, কমলনগর |
| ৩৭. | সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের এসএএও কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন। ডিএই'র নামে নামজারি করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন গং বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ দায়ের করেছে। | ক) জমির সীমানা প্রাচির নির্মানের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে পাঠাতে হবে।<br>খ) দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, ফেনী ও ইউএও সোনাগাজী, ফেনী |
| ৩৮. | টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পাটাখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ দায়ের হয়। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ২৩/০৪/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। মামলার শুনানীর তারিখ এখনও ধার্য হয়নি। মামলা নং ১৭২/১২ এবং ১৭২/১৩ মামলা ২টির গত ২৫/০৫/২০১৫খ্রি: ডিএই'র পক্ষে রায় হয়। বাদী পক্ষ আপীল করায় মামলা চলমান। | ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে।<br>খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। | উপপরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল ও ইউএও, বাসাইল |
| ৩৯. | টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার বহরিয়া ইউনিয়নের মৃত মোঃ আব্দুল রফিক মিয়া তৎকালীন কৃষি পরিচালক (পাট উৎপাদন), ঢাকার বরাবরে সাব-কবলা দলিলমূলে ১০ শতাংশ ভূমি ১৮/০৯/১৯৮০খ্রি. তারিখে হস্তান্তর করেন। উক্ত পাট সম্প্রসারণ, ঢাকা এবং ডিএই একত্রিত হওয়ায় পরে উক্ত জমির মালিক ডিএই। কিন্তু ১৯৯২ সালের ভূমি জরিপ সময়ে ডিএই নামে রেকর্ড না করায় জেলা প্রশাসকের ১/১ খতিয়ানের দাগ নং-৪৪২৫ মোতাবেক রেকর্ড হয়। উক্ত জমিটি ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের জন্য আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। | (ক) জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>(খ) প্রয়োজনে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, টাঙ্গাইল ও ইউএও, মির্জাপুর |
| ৪০. | এটিআই, গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ আপীল মামলা নং ০১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে এবং বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ ও দে: মো: নং ২৫৫/১৭। | ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।<br>খ) দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, গাজীপুর |
| ৪১. | গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গা্য় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধানের জন্য ইউএও কর্তৃক এসি(ল্যান্ড), গাজীপুর এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। | ক) চান্দনা ও গাছা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমিরদখল উচ্ছেদের মামলা চলমান। | ডিডি, গাজীপুর ও ইউএও, সদর |
| ৪২. | কালিয়াকৈর উপজেলার ৩১ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা করা হয়েছে। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখলে আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। | মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। | ডিডি, গাজীপুর ও ইউএও, কালিয়াকৈর |
| ৪৩. | ক) কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএএও কোয়ার্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা হয়। চেয়ারম্যান আপাততঃ কাজ বন্ধ রেখেছেন।<br>খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৩য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। | ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনাসহ মামলার অগ্রগতি অত্র দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।<br>খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে । | ডিডি, গাজীপুর ও ইউএও, কাপাসিয়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৪. | এটিআই, শেরপুর এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমি এটিআই, শেরপুরের নামে ভুলবশত: রেকর্ডভূক্ত হয়েছে মর্মে বাদী রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ রুজু করেছে। মামলাটি গত ৯/৩/১৬ তারিখ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। উক্ত জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মানের ব্যয় নির্ধারণের জন্য সার্ভেয়ার কর্তৃক পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য ১১,৩৯,৭৪০.৯৮ টাকা মাত্র প্রাক্কলণ করা হয়েছে এবং বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে জায়গাটি খালি অবস্থায় আছে, দ্রুত বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ না করা হলে পুনারায় বেদখল হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ৫৬.৫ শতক জমি পাওয়ার দাবীমূলে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। | ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে।<br>খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-সচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।<br>গ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে। | অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর |
| ৪৫. | (ক) অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি, জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টি মামলা চলমান আছে।<br>(খ) তিন পার্বত্য জেলার হর্টিকালচার সেন্টার সমুহ এবং জেলা ও উপজেলার মোট ১৫.১৯ একর জমি বেদখলে আছে। জেলা জজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে টেন্ডার নং ৮৭৯ দায়ের হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি বাদী দখল এবং ভবন নির্মানের চেষ্টা চালাচ্ছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১ দায়ের হয়েছে এবং একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২ দায়ের হয়। এডি অফিসের জমির উচ্ছেদ মামলা ১৯৫/১৩ এর রায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হলে বাদী সিভিল আপীল নং ৩৮/২০১৭ দায়ের করেছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট মামলা নং ১৪৩/২০০৮। বালাঘাটা বান্দরবান এর মামলা নং- ১৫৫/১২। | ক) হর্টিকালচার সেন্টার বনরূপা এর জমিতে অবৈধ দখল ঠেকাতে উদ্যানতত্ত্ববিদ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন। অতিরিক্ত পরিচালক রাঙ্গামাটি এবিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবেন।<br>খ) সিভিল আপীল মামলা নং ৩৮/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।<br>গ) বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। | অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি। |
| ৪৬. | নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাই। পক্ষভূক্ত করার জন্য ফাইল সলিসিটর অফিস হয়ে এখন এটর্নী জেনারেলের কার্যালয়ে আছে। পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য এ্যাডভোকেট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে জনৈক ব্যক্তি সিঃ সহঃ জজ আদালত সদর নাটোরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। | ক) সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।<br>খ) দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। | ডিডি, নাটোর ও ইউএও, নাটোর সদর |
| ৪৭. | পাট চাষের জমির দলিল বাতিলের জন্য জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সরদার গং সহকারী জজ আদালত, নাটোর দেওয়ানী মামলা নং- ৪০/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় আদালত সরকার পক্ষে স্থিতাবস্থা আদেশ দেন। পরবর্তীতে বাদী পক্ষ ঘোষিত আদেশের বিরুদ্ধে মিস আপীল নং- ৫৬/১৮ দায়ের করলে উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে আদালত বাদী পক্ষে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মিস আপীল নং- ৫৬/১৮ মামলায় বাদী পক্ষে ঘোষিত ২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের নিমিত্ত হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন দায়ের করার জন্য সলিসিটর উইং-এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবটি এটর্নি জেনারেল মহোদয়ের কার্যালয়ে থেকে মামলার ড্রাফট তৈরি করে এফিডেভিট করার জন্য সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ করা হয়েছে। রিভিশন মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। | মামলাটি ভালোভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, নাটোর ও ইউএও, গুরুদাসপুর |
| ৪৮. | হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবীথি আসাদগেট, ঢাকা এর অধীনস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ার, আগারগাঁও এ অভ্যন্তরে ৫ একর জায়গায় জার্মপ্লাজম সেন্টারের অর্ধেক অংশে বিমান বাহিনীর প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। গত ২৯/১০/২০১৮খ্রিঃ হতে অধ্যবধি জার্মপ্লাজম সেন্টারে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সেন্টারের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে একটি পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিমানবাহিনীর পরিচালক (প্রশাসনিক শাখা) বরাবর পত্র দেওয়া হয়েছে। সেখানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়মিত হর্টিকালচার সেন্টারে প্রবেশে অনুমতি প্রদানের জন্য নির্দেশনাক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যবধি বিমানবাহিনী মাতৃবাগানে ঢোকার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রায় ৭৫০টি মাতৃগাছ পরিচর্যার অভাবে মারা যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। সর্বশেষ ডিজি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা থেকে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। বিমান বাহিনীর সাথে স্থায়ীভাবে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। | আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | উদ্যানতত্ত্ববিদ, ফলবীথি সেন্টার, আসাদগেট। |
| ৪৯. | হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা এর রাজউক কর্তৃক অনুমোদন হয়ে গত ০১/০১/২০১৯খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৯ পর্যন্ত লীজ বাবদ অর্থ ১,৪৩,০০০/- টাকা মাত্র পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী ০১/০১/২০২০ হতে লীজ নবায়নের ব্যাপারে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। স্থায়ী বাউন্ডারী, গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করলে হর্টিকালচার সেন্টারের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে। | আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫০. | উপজেলা কৃষি অফিস, সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জ নতুন একটি দেওয়ানী মামলা ১৪৮/২০১৬ দায়ের হয়েছে। উক্ত মামলা সংক্রান্ত জমির সকল কাগজ পত্রাদি পিপি এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। | ক) দেঃমোঃ ১৪৮/২০১৬ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, মুন্সীগঞ্জ ও ইউএও. সিরাজদিখান |
| ৫১. | কৃষি অফিসের মুড়াপাড়া বীজাগারের জমিতে অবৈধ স্থাপনা ভাঙচুর করেছেন মর্মে গোলাপী বেগম গং বাদী হয়ে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে মানি-০১/২০১৯ মামলা দায়ের করেন। বাদী গোলাপী বেগম গং বীজাগারের সরকারী জমিতে তার অবৈধ স্থাপনায় গিয়ে ইউএও-কে হমকি প্রদর্শনসহ সরকারি অন্যান্য কাজে নিষেধাজ্ঞা দাবি করছেন এবং দে: মো: নং-৩৬/২০১৯ দায়ের করেছেন। বাদী পক্ষ রাতের অন্ধকারে সরকারী বীজাগার ভাঙ্গা, চুরি, ক্ষতি সাধনসহ সরকারী কাজে বাধা দান করেন ও জীবননাশের হমকি প্রদান করলে ইউএও বাদী হয়ে মামলা নং- ০৫/২০১৯ দায়ের করেন। | ক. মামলাগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।<br>খ. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, নারায়ণগঞ্জ ও ইউএও, রুপগঞ্জ |
| ৫২. | সোনাতলা উপজেলার বড়বালুয়া মৌজায় ইউনিয়ন বীজাগার ভবনের ৮ শতাংশ জমির মূল দাতার ওয়ারিশগণ তর্কিত সম্পত্তির বিষয়ে দান পত্র অস্বীকার করায় জেলা জজ আদালতে ৩৩/১৯৯৫ (সহ: জজ আদালত) মামলা দায়ের হলে প্রার্থী পক্ষে আদেশ হয়। পরবর্তীতে সরকার পক্ষ দেওয়ানী আপীল ১৯/১৯৯৭ দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। অত:পর প্রার্থী পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ৪৪০৫/১৯৯৮ দায়ের করলে গত ২৪/০৭/২০১৪ তারিখে প্রার্থী পক্ষে আদেশ হয়। উক্ত মামলার বিষয়ে সরকার পক্ষ অবগত ছিল না। প্রার্থী হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ৯৫৫/২০১৫ দায়ের করেন। | ক. সিভিল রিভিশন এর রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিপিএলএ মামলা দায়ের করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।<br>খ. ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ৯৫৫/২০১৫ মামলাটি সরকার পক্ষে মোকাবেলা করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, বগুড়া ও ইউএও, সোনাতলা |
| ৫৩. | মঞ্জুরুল হক বাদী হয়ে ছত্রাজিতপুর, এসএএও কোয়ার্টার সংক্রান্ত বিষয়ে শিবগঞ্জ সহকারী জজ আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলমান মামলনা নং-১৪৪/১২ এর শুনানী-১২/১২/১৯। দে:মো: নং-২০/১৩ এর শুনানী ২৯/১২/১৯। দে: মো: নং- ০১/১৯ এর শুনানী- ১৭/১/২০২০। মনাকষা এসএএও কোয়ার্টার সংক্রান্ত বিষয়ে ডিএই বাদী হয়ে দে:মো: নং- ১৩৪/২০০৯ দায়ের করা হলে স্বাক্ষীর জন্য হাজিরার তারিখ-১৯/১/২০২০। জমির সীমানা প্রাচীর না থাকায় সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বিধায় সীমানা প্রাচীরের জন্য অর্থ প্রয়োজন বলে জানান শিবগঞ্জ প্রতিনিধি। | (ক) মামলাগুলো যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।<br>(খ) অর্থ বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে হবে। | ডিডি, ডিএই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ইউএও, শিবগঞ্জ |
| ৫৪. | (ক) বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার অবস্থিত ৪টি এসএএও কোয়ার্টার (পাড়িয়া, চাড়োল, ধনতলা ও বড়পলাশবাড়ি) এবং ২টি সীড স্টোর (দুওসুও ও ভানোর) এর অধিকাংশ জমি সরকারের দখলে নেই। সরকারের এ জমিগুলোর সীমানা নির্ধারণপূর্বক জমির নামজারী, ভূমি উন্নয়ন কর, তফসীল সম্পত্তি ক্রয়/বিনিময় দান/দলিল মূলে ইত্যাদি সংরক্ষণ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে সরকারি মূল্যবান এ জমিগুলো সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সরকারি স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।<br>(খ) হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও ১.৬৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এল.এ.কেস নং- ১০/৭৮-৭৯ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন কর ২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঠাকুরগাঁও এর মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। কিন্তু হর্টিকালচার সেন্টারের নামে জমির মালিকানা পরিবর্তনে উপযুক্ত কাগজপত্র না থাকায় মালিকানা সত্ব পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া উক্ত সেন্টারের ১.৬৫ একর জমির মধ্যে ০.৯৫ একর জমি সেন্টারের দখলে আছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ পূর্বক বেদখলীয় জমি সরকারিভাবে উদ্ধার করতে হবে। | (ক) এসএএও কোয়ার্টার/সীড স্টোর এর বেদখলীয় জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিভিন্ন দপ্তর হতে সংগ্রহ করতে হবে।<br>(খ) সেন্টারের বেদখলীয় জমির মালিকানার বিষয়টি নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বিভিন্ন দপ্তর হতে সংগ্রহ করতে হবে। | ডিডি, ঠাকুরগাঁও ও ইউএও, বালিয়াডাঙ্গী এবং নার্সারী তত্ত্বধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টা, ঠাকুরগাঁও। |

বিঃ দ্রঃ হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের অনলাইনে খোঁজ নেওয়ার জন্য www.supremecourt.gov.bd এই ওয়েব সাইটে খোঁজ নিতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে- মহাপরিচালক
ফোন ঃ ০২-৫৫০২৮৪০৭

স্মারক নং- ১২.০১.০০০০.১১৩.০৭.০১১.১২- ২৯৬৫ (৯১২) তারিখঃ ২১/১০/২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জেষ্ঠতার ক্রমানুসানে নয়) ঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... অঞ্চল (সকল)।
৩. অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সিলেট/ গাজীপুর/ শেরপুর।
৪. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ মুন্সিগঞ্জ/ বগুড়া/ গাইবান্ধা/ ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/ লক্ষীপুর/ নোয়াখালী/ টাঙ্গাইল/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/ খুলনা/ নরসিংদী/ চুয়াডাঙ্গা/ ফেনী/ নাটোর/ নারায়ণগঞ্জ/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৫. উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার/ বগুড়া/ মৌচাক।

৬. উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, মুন্সিগঞ্জ/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ দাউদকান্দি, কুমিল্লা/ সদর, লক্ষীপুর/ কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, ফরিদপুর/ রাউজান, চট্টগ্রাম/ বাঁশখালী, চট্টগ্রাম/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম/ সদর, চুয়াডাঙ্গা/ জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ কমলনগর, লক্ষীপুর/ সোনাগাজী, ফেনী/ বাসাইল, টাঙ্গাইল/ মির্জাপুর, টাঙ্গাইল/ সদর, গাজীপুর/ কালিয়াকৈর, গাজীপুর/ কাপাসিয়া, গাজীপুর/ সদর, নাটোর/ গুরুদাসপুর, নাটোর/ সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ/ রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/ সোনাতলা, বগুড়া/ শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

৭. উদ্যনতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ ধনবাড়ী/ ফলবীথি, আসাদগেট/ গুলশান।

৮. মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা/ মোহাম্মদপুর, ঢাকা/ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

৯. নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ি, গাজীপুর/ ঠাকুরগাঁও।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ( দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা)।

২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ( দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৩. পরিচালক ( প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ( দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।

৪. অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৫. উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।

৬. উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২১/১০/২০২০

(মোহাম্মদ কামরুল হক)
উপপরিচালক (এলএসএস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন-০২৫৫০২৮৩৮৯

২৮/১০/২০২০

E:\Ameer Hamza\2020-21\Regulation\DAE\Meeting Minutes 54.doc